ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৩ বর্ষ ১২তম সংখ্যা ওয়েবসাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta) ১৯ আষাঢ় ১৪২৬, ৩ জুলাই ২০১৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের চেয়ারম্যান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ২৬ জুন ২০১৯ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন ।

সিনেটের বার্ষিক অধিবেশনে উপাচার্য

বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসন এখন সময়ের দাবী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের চেয়ারম্যান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেছেন, এটি এখন সময়ের দাবী। গত ২৬ জুন ২০১৯ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে তিনি এ কথা বলেন।

অধিবেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীনসহ সিনেট সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় সুশাসন ও সুনীতিচর্চার মূল কেন্দ্র। আর্থিক খাতসহ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কোন স্তরে অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা বা দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না। পাঠ্যপুস্তক ভিত্তিক শিক্ষা ও শুধুমাত্র সনদ প্রদান বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল লক্ষ্য নয় মন্তব্য করে তিনি বলেন, (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

জাতীয় বাজেটে উচ্চশিক্ষায় বরাদ্দ বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসি'র উদ্যোগে গত ৩০ জুন ২০১৯ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় বাজেটে উচ্চশিক্ষায় বরাদ্দ বিষয়ক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ ও সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসি'র চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসি'র উদ্যোগে গত ৩০ জুন ২০১৯ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত জাতীয় বাজেটে উচ্চশিক্ষায় বরাদ্দ বিষয়ক আলোচনা সভায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বক্তব্য রাখেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে কোষাধ্যক্ষ ও সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসি'র চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর অধ্যাপক ড. আতিউর রহমান এবং সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. এম আবু ইউসুফ উপস্থিত ছিলেন।

সিনেটের বার্ষিক অধিবেশন সমাপ্ত

ঢাবি'র ঐতিহ্য ও ভাবমূর্তি রক্ষা এবং সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন- উপাচার্য

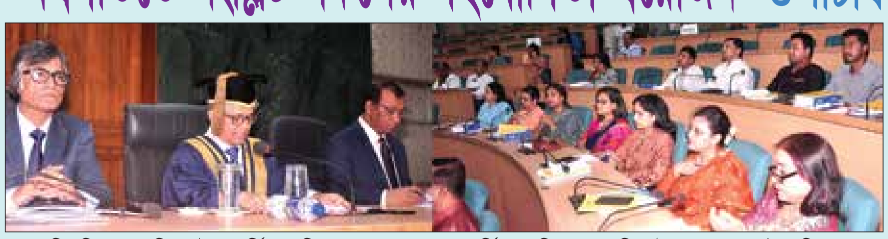

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের বার্ষিক অধিবেশন গত ২৭ জুন ২০১৯ রাত ১০টায় নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে শেষ হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের চেয়ারম্যান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে অধিবেশনে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীন এবং সিনেট সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

অধিবেশনে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ৮১০ কোটি ৪২ লাখ টাকার রাজস্ব ব্যয় সংবলিত প্রস্তাবিত বাজেট এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ৭৬১ কোটি ৫৫ লাখ টাকার সংশোধিত বাজেট অনুমোদন করা হয়।

সিনেট চেয়ারম্যান ও উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সমাপনী ভাষণে বলেন, সিনেটের এই বার্ষিক অধিবেশনে সিনেট সদস্যদের উত্থাপিত সকল প্রস্তাব ও মতামত বিবেচনায় নেওয়া হবে। তাদের বক্তব্য ও দিকনির্দেশনা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য ও ভাবমূর্তি রক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে সংশ্লিষ্ট সকলের বিশেষ করে সিনেট সদস্যদের সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করেন।

সিনেট সদস্যবৃন্দ তাদের বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭৩ অধ্যাদেশ সমুন্নত রাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশেষ মর্যাদা প্রদান, শিক্ষা ও গবেষণা খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি, অনলাইনে শিক্ষক ও গবেষকদের গবেষণা প্রকাশ, তরুণ শিক্ষকদের (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

শিক্ষা ও গবেষণার গুণগত মান নিশ্চিত করার অঙ্গীকার গ্রহণের মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদ্‌যাপন

শিক্ষা ও গবেষণার গুণগত মান নিশ্চিত করার অঙ্গীকার গ্রহণের মধ্য দিয়ে গত ১ জুলাই ২০১৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে "গুণগত শিক্ষা, প্রতিবন্ধকতা ও উত্তরণ"। উল্লেখ্য, ১৯২১ সালের এই দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দিনব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করা

হয়। ক্যাম্পাসকে সাজানো হয় মনোরম সাজে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবন ও হল আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের বর্ণাঢ্য কর্মসূচির মধ্যে ছিল পতাকা উত্তোলন, পায়রা উড়ানো, কেক কাটা, উদ্বোধনী সংগীত, শোভাযাত্রা, আলোচনা সভা, গবেষণা ও আবিষ্কার বিষয়ক প্রদর্শনী, সাইকেল র‍্যালি, প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ, শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা প্রভৃতি।

সকাল ১০টায় প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন চত্বরে জাতীয় পতাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও হলসমূহের পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সংগীত ও উদ্বোধনী সংগীতের মধ্য দিয়ে দিবসটির কর্মসূচি শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান দিনব্যাপী কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। এর আগে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা শোভাযাত্রাসহ প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন চত্বরে জমায়েত হন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর ক্যাম্পাসে বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান র‍্যালির নেতৃত্ব দেন।

সকাল ১১টায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সিনিয়র সহ-সভাপতি এ্যাডভোকেট মোল্লা মো. আবু কাওছার, সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী, সাবেক প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক ড. শাহাদত আলী, মুক্তিযোদ্ধা প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ওয়ার্ল্ড র‍্যাংকিং-এ ঢাবি'র ৮০১তম এবং এশিয়ায় ১২৭তম স্থান অর্জন

ওয়ার্ল্ড র‍্যাংকিং-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে ৮০১তম এবং এশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ১২৭তম স্থান অর্জন করেছে। যুক্তরাজ্যভিত্তিক বিশ্বব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের র‍্যাংকিং মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠান কিউএস-এর জরিপে অতিসম্প্রতি এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, যুক্তরাজ্যভিত্তিক আরেকটি প্রতিষ্ঠান 'টাইমস হায়ার এডুকেশন' এশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপর সম্প্রতি প্রকাশিত জরিপে ৪১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান না থাকার বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে আলোচনা-সমালোচনা চলছে। বিষয়টি নিয়ে বিদ্যোৎসমাজে ও জনমনে বিভ্রান্তি তৈরী করতে পারে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক শিক্ষার গুণগত মান ও ওয়ার্ল্ড র‍্যাংকিং-এ এর অবস্থান বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সর্বদা সচেতন রয়েছে এবং শিক্ষার গুণগত মান ও র‍্যাংকিং উন্নয়নে প্রয়াস অব্যাহত আছে।

গণিত গবেষণা বিষয়ক আন্তর্জাতিক কর্মশালা সমাপ্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ এফ মুজিবুর রহমান গণিত ভবনে আয়োজিত "Research School on Dynamical Systems and its Applications to Biology" শীর্ষক ১২ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক কর্মশালা গত ২১ জুন ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগ, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর পিওর এন্ড অ্যাপ্লাইড ম্যাথমেটিক্স (সিআইএমপিএ) এবং এ এফ মুজিবুর রহমান ফাউন্ডেশন যৌথভাবে এই কর্মশালার আয়োজন করে। উন্নয়নশীল দেশসমূহে গণিত গবেষণার উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

সিআইএমপিএ রিসার্চ স্কুলের স্থানীয় সমন্বয়কারী অধ্যাপক ড. মো. শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে সমাপণী অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাজী শহীদুল্লাহ প্রধান অতিথি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তোফায়েল আহমদ চৌধুরী ও এ এফ মুজিবুর রহমান ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি অধ্যাপক ড. পারভীন হাসান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সিআইএমপিএ রিসার্চ স্কুলের বৈদেশিক সমন্বয়কারী অধ্যাপক ড. রিনাদ (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ এফ মুজিবুর রহমান গণিত ভবনে আয়োজিত "Research School on Dynamical Systems and its Applications to Biology" শীর্ষক ১২ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক কর্মশালা গত ২১ জুন ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবিতে অতিথিদের সঙ্গে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গত ১ জুলাই ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে ঢাবি সাংবাদিক সমিতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) মধ্যে এক প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। এ ম্যাচে বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি ২৭ রানে জয়লাভ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি মো. রেজওয়ানুল হক চৌধুরী শোভন, ডাকসু'র ভিপি নুরুল হক নুর, জিএস গোলাম রব্বানী, এজিএস সাদ্দাম হোসেন, ঢাবি সাংবাদিক সমিতির সভাপতি রায়হানুল ইসলাম আবির, সাধারণ সম্পাদক মাহদী আল মুহতাসিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসন এখন সময়ের দাবী

(১ম পৃষ্ঠার পর) মেধা বিকাশ, মুক্ত চিন্তা-চেতনার উন্মেষ ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার মাধ্যমে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি ও বিতরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কাজ। এ লক্ষ্য অর্জনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কাজ করে যাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার কাজে এগিয়ে আসার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। এ ক্ষেত্রে দলমত নির্বিশেষে সকলের মতামত ও পরামর্শ বিবেচনা করা হবে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার "উচ্চশিক্ষার্থে শিক্ষকদের বিদেশে প্রশিক্ষণ বৃত্তি" শীর্ষক একটি প্রকল্প চালু করেছিল। পরবর্তী সরকার তা বন্ধ করে দেয়। "বঙ্গবন্ধু ওভারসিস স্কলারশিপ" শিরোনামে বর্তমান সরকার পুনরায় সেটি চালু করেছে। এটি শিক্ষকদের জন্য এক নতুন দিগন্তের সূচনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ও আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিং নিয়ে বিভিন্ন মহলের সমালোচনা প্রসঙ্গে উপাচার্য বলেন, প্রকৃত তথ্য না জেনে অনেকে এ বিষয়ে ঢালাও মন্তব্য করেন, যা হতাশাজনক। যুক্তরাজ্য ভিত্তিক সংস্থা কিউএস-এর সম্প্রতি প্রকাশিত র‍্যাংকিং-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে এশিয়ায় ১২৭তম এবং বিশ্বে ৮০১তম স্থানে রাখা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, শিক্ষার মান সন্তোষজনক হলেও র‍্যাংকিংকারী সংস্থার কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত না থাকায় বিশ্ব র‍্যাংকিং-এ আমাদের সেভাবে জায়গা হচ্ছেনা। বিশ্ব র‍্যাংকিং এ সন্তোষজনক অবস্থান দখল করতে ৩০ জুনের মধ্যে একাডেমিক ও গবেষণা কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্য ওয়েবসাইটে সন্নিবেশ করার জন্য তিনি শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান। শিক্ষাকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার চতুর্থ সূচক হিসেবে বর্ণনা করে তিনি বলেন, শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স সেল, আইসিটি সেল, ইনোভেশন, ক্রিয়েটিভিটি এন্ড অন্ট্রপ্রানারশিপ সেন্টার এবং সেন্টার অব এক্সিলেন্স ইন টিচিং এন্ড লার্নিং প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যৌথ গবেষণা ও একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অব্যাহত রয়েছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদ্‌যাপনকে অর্থবহ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয় ও নান্দনিক ক্যাম্পাস বিনির্মাণসহ একটি পূর্ণাঙ্গ 'মাস্টার প্লান' তৈরীর কাজ চলছে। একাডেমিক ও প্রশাসনিক কাজে গতি আনতে 'সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা' নীতি অনুসৃত হচ্ছে। অনেক প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে প্রায় তিন দশক পর 'ডাকসু ও হল সংসদ' নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডাকসুর নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শিক্ষার্থীদের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণ এবং শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে সহযোগিতা করবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ডাকসু'র আজীবন সদস্য পদ প্রদানের জন্য তিনি ডাকসু নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান।

উপাচার্যের অভিভাষণের পর ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ৮১০ কোটি ৪২ লাখ টাকার রাজস্ব ব্যয় সংবলিত প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপন করা হয়। প্রস্তাবিত বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন থেকে প্রাপ্য ৬৯৪ কোটি ৬৫ লাখ টাকা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় থেকে ৬৬ কোটি টাকা পাওয়া যাবে। ফলে এবছর বাজেটে ৪৫ কোটি ৭৭ লাখ টাকা ঘাটতি হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। অধিবেশনে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ৭৬১ কোটি ৫৫ লাখ টাকার সংশোধিত বাজেটও উপস্থাপন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীন সংশোধিত ও প্রস্তাবিত বাজেটের সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করেন। পরে সিনেট সদস্যগণ বক্তব্য রাখেন।

ঢাবি ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা গত ৩০ জুন ২০১৯ ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, ক্লাবের বিদায়ী সভাপতি অধ্যাপক ড. মো: আশরাফুল ইসলাম চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো: আসাদুজ্জামান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

বার্ষিক সাধারণ সভায় অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো: মজিবুর রহমান ক্লাবের সভাপতি এবং রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো: আবদুস সালাম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

জাতীয় বাজেটে উচ্চশিক্ষায় বরাদ্দ বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

(১ম পৃষ্ঠার পর) আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান।

আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. এম আবু ইউসুফ। এতে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল মুখ্য আলোচক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর অধ্যাপক ড. আতিউর রহমান সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখার উন্নয়ন ও অগ্রগতির লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কাজ করছে। তিনি উচ্চশিক্ষিত মানব সম্পদ তৈরি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক অগ্রগতি ও উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

ঢাবি'র ঐতিহ্য ও ভাবমূর্তি

(১ম পৃষ্ঠার পর) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদ্‌যাপন, শতাব্দি টাওয়ার নির্মাণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়ন, সেশন বেনিফিট প্রদান, শিক্ষার্থীদের আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি, সিনেটের শীতকালীন অধিবেশন ডাকা এবং মুজিববর্ষে সিনেটের বিশেষ অধিবেশন ডাকার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। দীর্ঘ প্রায় তিন দশক পর ১০৫-সদস্য বিশিষ্ট সিনেটে ডাকসু'র পাঁচ জন সিনেট প্রতিনিধি নিয়ে এবার সিনেটের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হওয়ায় তারা সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করেন। সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় তারা উপাচার্যকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান। সিনেট সদস্যরা উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানকে সুলিখিত ও সুপঠিত অভিভাষণের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তারা একটি সুন্দর বাজেট প্রদানের জন্য কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীনকেও ধন্যবাদ জানান।

দু'দিন ব্যাপী সিনেটের এই বার্ষিক অধিবেশনে উপাচার্যের অভিভাষণ ও কোষাধ্যক্ষের বাজেট বক্তব্যের উপর ক্রমান্বয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অধ্যাপক ড. খন্দকার বজলুল হক, মোঃ আবদুস সোবহান মিয়া এমপি, নিজাম চৌধুরী, অধ্যাপক মোঃ লুৎফর রহমান, ডাকসু'র জিএস গোলাম রব্বানী, এ.আর.এম. মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, অধ্যাপক ড. সাবিতা রিজওয়ানা রহমান, অধ্যাপক মোঃ ফজলুর রহমান, অধ্যাপক ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, অধ্যাপক ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার, মোঃ আতাউর রহমান প্রধান, অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান, অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুস ছামাদ, ডা. মোঃ আব্দুল আজিজ, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি মো. রেজওয়ানুল হক চৌধুরী শোভন, অধ্যাপক ড. মোঃ মজিবুর রহমান, অধ্যাপক ড. এস এম আব্দুর রহমান, এম. ফরিদ উদ্দিন, এস এম রেজাউল করিম, অধ্যাপক ড. মুবিনা খোন্দকার, ড. মোঃ লিয়াকত হোসেন মোড়ল, অধ্যাপক ড. আ ক ম জামাল উদ্দীন, ডাকসু'র ভিপি মো. নুরুল হক নুর, অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা, অধ্যাপক ড. আবুল মনসুর আহাম্মদ, ডা. এম. ইকবাল আর্সলান, ডাকসু'র সদস্য তিলোত্তমা শিকদার, রামেন্দু (কৃষ্ণ) মজুমদার, মোঃ নাসির উদ্দিন, অধ্যাপক ড. লাফিফা জামাল, অধ্যাপক মোহাম্মদ আব্দুল বারী, অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, এ. বি. এম. বদরুদ্দোজা, অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন, অধ্যাপক ড. হাসিবুর রশীদ, অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুল আজিজ, অধ্যাপক ড. মোঃ আফতাব আলী শেখ, অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম, মোঃ আলাউদ্দিন, ড. পাপিয়া হক, অধ্যাপক ড. মোঃ রহমত উল্লাহ, রঞ্জিত কুমার সাহা, অধ্যাপক ড. নাজমা শাহীন, অধ্যাপক ড. এ জে এম শফিউল আলম ভূইয়া, এস. এম. বাহালুল মজনুন এবং অধ্যাপক ড. এ

ভূতত্ত্ব বিভাগের ৭০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপিত

দিনব্যাপী বিভিন্ন আয়োজনের মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভূতত্ত্ব বিভাগ ৭০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করেছে। গত ২৮ জুন ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিভাগীয় চত্বরে দিনব্যাপী কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম. এ. মান্নান, এমপি।

বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাজী মতিন উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ এমপি, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ সচিব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ.এস.এম. মাকসুদ কামাল এবং ভূতত্ত্ব অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অধ্যাপক ড. এ. এ. এম. শামসুর রহমান। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিভাগের সর্বজ্যেষ্ঠ শিক্ষক অধ্যাপক ড. আ.স.ম. উবাইদউল্লাহ।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান উদ্বোধনী ভাষণে ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অ্যালামনাইদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, ভূতত্ত্ববিদ, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষক ও বিশেষজ্ঞ এবং সরকারের নীতিনির্ধারনী ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করে দিনব্যাপী এই আয়োজন করায় ভূতত্ত্ব বিভাগ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কতগুলো টার্গেট অর্জন করতে সক্ষম হবে। দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য ভূতত্ত্ব বিভাগ বাস্তবমুখী বিভিন্ন শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন । তিনি বিভাগের ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষে দিনব্যাপী কর্মসূচির সাফল্য কামনা করেন।

পরিকল্পনা মন্ত্রী এম. এ. মান্নান, এমপি বিভাগের ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অ্যালামনাইদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ উত্তোলনে পর্যাপ্ত গবেষণা প্রকল্প প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশ ও জাতির অগ্রযাত্রায় ভূতত্ত্ববিদরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। এ ব্যাপারে তিনি সরকারের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন।

দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার মধ্যে রয়েছে আলোকচিত্র প্রদর্শনী, স্মৃতিচারণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

শিক্ষা ও গবেষণার গুণগত মান নিশ্চিত করার অঙ্গীকার গ্রহণের মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদ্‌যাপন

(১ম পৃষ্ঠার পর) কমান্ডের প্রতিনিধি অধ্যাপক আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ্, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি মো. আমিরুল ইসলাম সহ তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী সমিতি, কারিগরি কর্মচারী সমিতি এবং ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। "গুণগত শিক্ষা, প্রতিবন্ধকতা ও উত্তরণ" শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইংরেজি বিভাগের এমিরিটাস অধ্যাপক ড. এ এফ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ৯৮তম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবসকে 'মুজিববর্ষ ২০২০', 'বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উৎসব ২০২১' এবং মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের আগমনী বার্তা হিসেবে অভিহিত করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ একই সূত্রে গাঁথা মন্তব্য করে তিনি বলেন, 'মুজিববর্ষ ২০২০' উপলক্ষ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সম্মানসূচক (মরণোত্তর) ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করা হবে। শিক্ষা ও গবেষণার উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে এমিরিটাস অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরীর নেতৃত্বে 'কমিটি ফর এক্সিলেন্স ইন এডুকেশন এন্ড রিসার্চ' শীর্ষক একটি কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটির পরামর্শ ও সুপারিশের ভিত্তিতে নতুন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। শিক্ষা ও গবেষণার গুণগত মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি আশা প্রকাশ করেন, এর মাধ্যমে বিশ্ব র‍্যাংকিং-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান সুসংহত হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অভীষ্ট লক্ষ্যে উন্নীত করতে তিনি প্রাক্তন শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সমর্থন ও সহযোগিতা চান।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে দুর্লভ পাণ্ডুলিপি প্রদর্শনী, কার্জন হলে বায়োমেডিকেল ফিজিক্স এন্ড টেকনোলজি বিভাগের উদ্ভাবিত চিকিৎসা প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি ও গবেষণা প্রদর্শনী, চারুকলা অনুষদ প্রাঙ্গণে শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, ডাকসু'র উদ্যোগে সাঁতার প্রতিযোগিতা, সাইকেল র‍্যালি এবং প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া, দিবসটি উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অনুষদ, বিভাগ, ইনস্টিটিউট ও হল দিনব্যাপী নিজস্ব কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ ছিল, তবে অফিসসমূহ খোলা ছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে 'Advanced Course on Research Methodology' শীর্ষক এক কর্মশালা গত ২১ জুন ২০১৯ ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মশালার উদ্বোধন করেন। শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক সৈয়দা তাহমিনা আখতারের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল মালেক ও অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিদের সাক্ষাৎ

ভারতীয় হাইকমিশনার

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার শ্রীমতি রীভা গাঙ্গুলি দাশ গত ১৫ জুন ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা, জনসংযোগ দফতরের পরিচালক মাহমুদ আলম এবং ভারতীয় দূতাবাসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে মহাত্মা গান্ধীর সার্ধশততম জন্মবার্ষিকী এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেন। এসময় উপাচার্য ভারতীয় হাইকমিশনারকে জানান, 'মুজিব বর্ষ' হিসেবে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচিতে বিশেষ করে 'বঙ্গবন্ধু লেকচার সিরিজ'-এ ভারতীয় কয়েকজন খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ অংশগ্রহণ করবেন। তিনি এ ব্যাপারে ভারতীয় হাইকমিশনারের সাহায্য-সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। ভারতীয় হাইকমিশনার উপাচার্যকে জাতীয় পর্যায়সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুজিব বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রণীত সকল কর্মসূচিতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন।

চীনা কূটনীতিক

ঢাকাস্থ চীনা দূতাবাসের কালচারাল এটাচি ঝা মিংউই গত ১৯ জুন ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। চীন আন্তর্জাতিক বেতার-এর বাংলা বিভাগের পরিচালক ইউ গুয়াংগু তার সঙ্গে ছিলেন। এসময় বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী কেন্দ্রের সভাপতি মো. দেলোয়ার হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠককালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে গত ২৭ জুলাই টিএসসি মিলনায়তনে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যাপারে মত বিনিময় করেন। এছাড়া, বাংলাদেশ এবং চীনের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম আরও গতিশীল করার ওপর তারা গুরুত্বারোপ করেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার শ্রীমতি রীভা গাঙ্গুলি দাশ গত ১৫ জুন ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

ঢাকাস্থ চীনা দূতাবাসের কালচারাল এটাচি ঝা মিংউই গত ১৯ জুন ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের 'অ্যাডভান্সড সার্টিফিকেট ইন বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' শীর্ষক কোর্সের ১৩তম ব্যাচের সার্টিফিকেট বিতরণী অনুষ্ঠান গত ২৮ জুন ২০১৯ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করেন। এসময় ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. সৈয়দ ফারহাত আনোয়ার উপস্থিত ছিলেন।

দু'দিন ব্যাপী '৬ষ্ঠ নগর সংলাপ' অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং Urban Ingo Forum-এর যৌথ উদ্যোগে "Live-able City for All" শীর্ষক দু'দিন ব্যাপী ৬ষ্ঠ নগর সংলাপ গত ২৯ জুন ২০১৯ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

হেবিট্যাট ফর হিউম্যানিটি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের ন্যাশনাল ডিরেক্টর জন আর্মস্ট্রং-এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান এমপি প্রধান অতিথি এবং মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. শাহ্ কামাল বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর এ কে এম মুছা, ক্রিশ্চিয়ান এইড-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর সাকিব নবী, সংলাপের সমন্বয়কারী এ এম নাসির উদ্দীন প্রমুখ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান এমপি ঢাকা শহরকে দূষণ মুক্ত রাখতে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। এ ব্যাপারে জনসচেতনতা সৃষ্টির ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

দু'দিন ব্যাপী ৬ষ্ঠ নগর সংলাপ গত ৩০ জুন ২০১৯ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে সমাপ্তি হয়েছে। ঢাকা নর্থ সিটি কর্পোরেশনের আরবান রেসিল্যান্স প্রজেক্টের ডিরেক্টর ড. তারিক বিন ইউসুফ-এর সভাপতিত্বে সমাপনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ কর্মচারি কল্যাণ বোর্ডের ডিরেক্টর জেনারেল (সেক্রেটারি) সত্য ব্রত সাহা প্রধান অতিথি এবং সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল।

দু'দিনব্যাপী এই সংলাপের সমাপনী অনুষ্ঠানে আয়োজকদের পক্ষ থেকে নগর নীতির খসড়া চূড়ান্ত করা, পরিবেশ বান্ধব নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান, মুক্ত খেলার মাঠ ও বিনোদনের জন্য পার্কের সংখ্যা বাড়ানো, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুবকদের সম্পৃক্ত করা, নগর সবুজায়ন করা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য সরকারের নিকট জোড়ালো দাবি জানানো হয়।

উল্লেখ্য, বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ ও পেশাজীবীগণ এই সংলাপে অংশগ্রহণ করছেন।

মহাত্মা গান্ধীর সার্ধশততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সাইকেল র‍্যালি অনুষ্ঠিত

মহাত্মা গান্ধীর সার্ধশততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারতীয় হাইকমিশনের যৌথ উদ্যোগে গত ১৫ জুন ২০১৯ অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে এক বর্ণাঢ্য সাইকেল র‍্যালি বের করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এবং ভারতীয় হাইকমিশনার শ্রীমতি রীভা গাঙ্গুলি দাশ আনুষ্ঠানিকভাবে এই র‍্যালির উদ্বোধন করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন ও প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ.কে.এম. গোলাম রব্বানী উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাইক্লিং ক্লাবের সদস্যরা এই র‍্যালিতে অংশ নেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন, গান্ধীজির অহিংস ও শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করে। তাঁর দর্শন, আদর্শ ও বাণী তরুণ সমাজ ধারণ করে মানব সভ্যতা ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ভারতীয় হাইকমিশনার শ্রীমতি রীভা গাঙ্গুলি দাশ বলেন, আমরা এমন একটি সময়ে বাস করছি যখন গান্ধীজির আদর্শ ও বাণী তাঁর জীবিতকালের চেয়েও বেশি প্রাসঙ্গিক। এখনও তাঁর জীবন ও কর্ম বিশ্বের লাখো মানুষকে অনুপ্রেরণা দেয়।

ক্রিমিনোলজি বিভাগের ২দিনব্যাপী কর্মশালা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিমিনোলজি বিভাগ, জার্মানির ক্যাসেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড ডিসেন্ট ওয়ার্ক (আইসিডিডি)-এর যৌথ উদ্যোগে 'তৈরি পোশাক শিল্পে মধ্য স্তরের ব্যবস্থাপকদের দক্ষতা বৃদ্ধি' শীর্ষক ২দিনব্যাপী কর্মশালা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ অন সায়েন্সেস ভবনে গত ২৯ জুন ২০১৯ শেষ হয়েছে।

গত ২৮ জুন ২০১৯ এই কর্মশালার ১ম দিনে ক্রিমিনোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান ও জার্মানির ক্যাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ক্রিস্টফ সেহেরার উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন এবং গত ২৯ জুন ২০১৯ তারা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের উপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিমিনোলজি বিভাগ এবং ক্যাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশের তৈরি পোষাক শিল্পের উপর পরিচালিত একটি গবেষণা কর্মের ফলাফলের ভিত্তিতে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। দু'দিনব্যাপী এই কর্মশালায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন । এতে গার্মেন্টস সেক্টরের কর্মকর্তারা অংশ নেন।

গত ১ জুলাই ২০১৯ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মারক সংকলনের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এই মোড়ক উন্মোচন করেন।

গণিত গবেষণা বিষয়ক

(১ম পৃষ্ঠার পর) লিপলেডিওর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অধ্যাপক ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাজী শহীদুল্লাহ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে গণিত শিক্ষার আধুনিকীকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আধুনিকায়নের ওপর দেশের সার্বিক উন্নয়ন নির্ভরশীল' মন্তব্য করে ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, এক্ষেত্রে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ আন্তর্জাতিক কর্মশালা আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান। গবেষক ও গণিতবিদদের গবেষণার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে এই কর্মশালা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, ফ্রান্স, জার্মানী, ব্রাজিল, অস্ট্রিয়া, কম্বোডিয়া, ঘানা, মিশর, চীন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও নেপালের শিক্ষক ও গবেষকগণ এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ক সেমিনার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের উদ্যোগে " Research Methods and Ethics in Social Sciences" শীর্ষক দু'দিন-ব্যাপী এক সেমিনার গত ১৯ জুন ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম উদ্বোধনী সেশনে 'Feminist Perspective in Social Science Research' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গত ২৫ জুন ২০১৯ টিএসসি চত্বরে 'কোরিয়ান-বাংলা কালচারাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম' উদ্বোধন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)-এর সহযোগিতায় বিএসি ইন্টারন্যাশনাল এন্ড ইউনিক ইন্টারন্যাশনাল ল্যাংগুয়েজ স্কুল এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

বর্ষা উৎসব-১৪২৬ উদ্‌যাপিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদের বকুলতলায় গত ১৫ জুন ২০১৯ সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠীর আয়োজনে বর্ষা উৎসব ১৪২৬ উদ্‌যাপিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এতে সভাপতিত্ব করেন সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠীর সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. নিগার চৌধুরী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মানজার চৌধুরী সুইট।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বর্ষা ঋতুকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এদেশে বর্ষা মৌসুমে প্রকৃতি অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়। গ্রামীণ জনপদ ও সাধারণ মানুষের সাথে বর্ষা ঋতুর একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বর্ষা ঋতুর গুরুত্ব উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, বর্ষা মৌসুম বৃক্ষরোপণের একটি উপযুক্ত সময়। এই মৌসুমে পর্যাপ্ত বৃক্ষরোপণ করে প্রকৃতিকে আমাদের বাসযোগ্য করতে হবে।

অনুষ্ঠানে উপাচার্য উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিশু শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ করেন। উৎসবে সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠীর সদস্যসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিল্পীরা যন্ত্র সংগীত, দলীয় নৃত্য, দলীয় সংগীত, একক সংগীত ও একক আবৃত্তি পরিবেশন করেন।

সহিংস উগ্রবাদ বিরোধী আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা

‘মুক্তির পানে, যুক্তির বানে, দূর হোক সন্ত্রাস তারুণ্যের জয়গানে’ স্লোগানকে সামনে রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটি (ডিইউডিএস) ও ডিএমপি’র কাউন্টার টেরোরিজম এন্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট (সিটিটিসি)-এর যৌথ উদ্যোগে গত ২৮ জুন ২০১৯ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে সহিংস উগ্রবাদ বিরোধী আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণী ও সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রানার্স আপ হয়েছে।

অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন সিটিটিসি’র প্রধান ও ডিএমপি কমিশনার (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ মনিরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটি’র সভাপতি এস এম রাকিব সিরাজী।

দু’দিনব্যাপী এই বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের ৩২টি বিশ্ববিদ্যালয় টিম অংশগ্রহণ করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এমন সুন্দর ও যুগোপযোগি অনুষ্ঠানের আয়োজন করায় সিটিটিসি ও ডিইউডিএসকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, সিটিটিসি’র আহ্বানে বাংলাদেশের পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৩২টি দল বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। বিতর্কের সবচেয়ে যোগ্য একটি হাতিয়ার যুক্তি আর উগ্রবাদে র‍্যাডিকালাইজেশনে যুক্তির উপস্থিতি থাকে না। যেখানে যুক্তির উপস্থিতি আছে সেখানে উগ্রবাদ থাকতে পারে না। কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের কার্যপরিধি ও গতি অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশে উগ্রবাদ থাকবে না।

ডাকসু’র উদ্যোগে সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে ডাকসু’র উদ্যোগে গত ৩ জুলাই ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুইমিং পুলে এক সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে শামসুন নাহার হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. সুপ্রিয়া সাহা, শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মো. শাহজাহান আলী, ডাকসু’র সহ-সাধারণ সম্পাদক মো. সাদ্দাম হোসেন, ক্রীড়া সম্পাদক শাকিল আহমেদ তানভীরসহ ডাকসু’র অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষ্যে এই সাঁতার প্রতিযোগিতা আয়োজন করায় ডাকসু’র নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান। দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছর পর ডাকসু’র এই ধরনের কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের মাঝে নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা তৈরি করবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় ছাত্রদের ৫টি এবং ছাত্রীদের ৪টি ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রদের ইভেন্টে শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের শিক্ষার্থী মো. আবু বক্কর সিদ্দিক এবং ছাত্রীদের ইভেন্টে শামসুন নাহার হলের শিক্ষার্থী সাদিয়া ইসলাম (মুনা) চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদের বার্ষিক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদের ৪৯তম বার্ষিক আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ২২ জুন ২০১৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনের প্রতিপাদ্য ছিল “ইতিহাসে নারী: দক্ষিণ এশিয়া প্রসঙ্গ”।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে সম্মেলনে জাতীয় সংসদের স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপি দিনব্যাপী এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাজী শহীদুল্লাহ ও সদ্য বিদায়ী চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী স্বাগত বক্তব্য দেন। পরিষদের কোষাধ্যক্ষ ড. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরিষদের যুগ্ম-সম্পাদক মো. আবদুর রহিম অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন।

স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা আন্দোলনসহ শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে বাংলাদেশের নারীরা অনন্য অবদান রেখেছেন। কিন্তু অনেক নারী এখনও ইতিহাসে সেভাবে ঠাঁই পাননি। গবেষণার মাধ্যমে ইতিহাসে সফল নারীদের অবদান তুলে ধরার জন্য তিনি ইতিহাসবিদদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, যথাযথ ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে জাতির কাছে সঠিক তথ্য তুলে ধরতে হবে। অনেক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে বাংলাদেশের নারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে জয়ের স্বাক্ষর রেখে চলেছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, নারীদের অসামান্য অবদানের কারণেই আজ সমাজ ও সভ্যতা এগিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নারী অগ্রগতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি বর্ণনা করেন। নারীদের এই অগ্রগতির ধারাকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সঠিক ইতিহাস চর্চার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, সঠিক ইতিহাস ছাড়া যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলা সম্ভব নয়। সঠিক ইতিহাস চর্চা এবং নারীর প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই সম্মেলন সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, ইতিহাস সচেতন সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালে বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ গঠিত হয়। বাংলা ভাষায় সহজভাবে ইতিহাস চর্চা ও জাতির কাছে সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার ক্ষেত্রে এই পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ইতিহাসে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিশ্লেষণ করা হয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে নারীদের অবদান মূল্যায়নের সময় এসেছে। উন্নত দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশে লিঙ্গ বৈষম্য কম মন্তব্য করে তিনি বলেন, নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এবং বহির্বিশ্বের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা হতে পারে।

সম্মেলনের ৬টি অধিবেশনে ৩৫টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। বাংলাদেশ এবং ভারতের খ্যাতিমান ইতিহাসবিদ, গবেষক ও শিক্ষাবিদগণ এসব প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

ঢাবি দিবস উপলক্ষ্যে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে চারুকলা অনুষদের উদ্যোগে গত ১ জুলাই ২০১৯ অনুষদ প্রাঙ্গণে শিশু-কিশোরদের এক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেন, অধ্যাপক রফিকুন নবী, অধ্যাপক সৈয়দ আবুল বারক আল্‌ভী এবং প্রিন্টমেকিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. শেখ মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষ্যে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের আয়োজনে শিশু-কিশোরদেরও সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এটি একটি আনন্দের বিষয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে তাদের জন্য চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজন করায় চারুকলা অনুষদের সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিশুদের অত্যন্ত ভালবাসতেন। বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনকে এজন্য আমরা জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালন করে থাকি। শিশু-কিশোরদের এরকম আয়োজনে নিয়ে আসার জন্য তিনি অভিভাবকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এই প্রতিযোগিতায় ‘ক’ বিভাগে তাকিফ তাজওয়ার কিবরিয়া কৃতী, জারিয় ওয়াজির মিঞা ও রুহান আবদুল্লাহ, ‘খ’ বিভাগে প্রাঞ্জন সরকার, নুহান আবদুল্লাহ ও নার্গিস আক্তার এবং ‘গ’ বিভাগে মীর রেজওয়ান আহমেদ, শাফিন ইতমাম মিঞা ও সম্পা আক্তার যথাক্রমে ১ম, ২য় ও তৃতীয় হয়েছে।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম ও মো: আবু বকর সিদ্দিক, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম এবং মোঃ নজরুল ইসলাম
ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্র্যাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি., ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। ফোন: ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫